তোরা সব জয়ধ্বনি কর

যুব সম্মেলন ২০১৯

উন্নয়নে যুব সমাজ
সমৃদ্ধি কর্মসূচি
কে এস এফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

যুব সম্মেলন ২০১৯

উপদেশক
মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
শফি আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মোঃ ফজলে হোসাইন
আশরাফুল আলম
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা
আলাল আহমেদ

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৯

ছবি
পিকেএসএফ আর্কাইভ

অলংকরণ ও মুদ্রণ
কমিউনিকেটর
২৩৫, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

কবিতা

তারুণ্যের প্রতি আহ্বান

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

এসো নবীন উদ্বুদ্ধ মানবিক সামাজিক মূল্যবোধে
সরাও সব জঞ্জাল, ঘুচাও সব ভেদাভেদ কায়মনোবাক্যে
সুন্দর করে গড়ে তোলো মানুষের এই পৃথিবীকে
যেখানে মানবতার জয়ধ্বনির অনুরণন দিকে দিকে।

আজিকার বাস্তবতায়, দামি গাড়ি চড়ে সুন্দর কাপড় পরে
এক আগন্তুক যদি এসে দাঁড়ায় তোমার সমুখে
তাকে সমীহ করে নিশ্চয়ই তুমি জানাবে সম্ভাষণ
জিজ্ঞাসা করবে না কেমন করে পেল এত বৈভব।

যদি দেখ সামনে তোমার জীবন-যুদ্ধে বিধ্বস্ত একজনকে
যার বসবাস কোনো কুঁড়েঘরে, নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে
তখনও প্রশ্ন করবে না, কেন মানবেতর জীবন-যাপন তার
এগিয়ে যাবে না শুনতে তার কথা, করতে কোনো প্রতিকার।

এই তো সমাজ দেশে দেশে, এমনটাই সমাজের ছিরি
যার আছে বেশি, সেই দখলে নিয়ে যায় আরো বেশি
পিছিয়েপড়া মানুষ সব ধুকে ধুকে জীবন টেনে চলে
আর বিত্তে রমরমা যারা, প্রায়শ অন্ধ তারা চিত্তের দৈন্যে।

এসো নবীন উদ্বুদ্ধ মানবিক সামাজিক মূল্যবোধে
সরাও সব জঞ্জাল, ঘুচাও সব ভেদাভেদ কায়মনোবাক্যে।

মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি
ডেপুটি স্পিকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০ চৈত্র ১৪২৫, ৩ এপ্রিল ২০১৯

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক আয়োজিত 'যুব সম্মেলন ২০১৯' উপলক্ষে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত যুব সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙ্গালী বীরের জাতি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল ক্রান্তিকালে এ দেশের যুবদের সক্রিয় ও বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ এই জাতিকে চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতেই হবে। আজকের যুবসমাজ অনতিকাল পরেই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তাদের দক্ষতার ওপরই নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ।

পিকেএসএফ-এর মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি 'সমৃদ্ধি'-এর আওতায় দেশের ২০২টি ইউনিয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন ও যুব উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুবদের উপযুক্ত শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা আজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দৃশ্যমান।

যুব সমাজ জাতির প্রাণশক্তি, দেশের মূল্যবান সম্পদ এবং দেশের মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার মূর্ত প্রতীক। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে যুব সমাজই অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

এই প্রেক্ষাপটে, পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় যুব সম্মেলন আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই সম্মেলন যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত যুব সমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

'যুব সম্মেলন ২০১৯'-এর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি)

বাণী

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ চৈত্র ১৪২৫, ৪ এপ্রিল ২০১৯

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আয়োজনে 'যুব সম্মেলন ২০১৯' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই উপলক্ষে সমাগত যুব সদস্য এবং আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তরণ ও যুবদের সমৃদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তরুণদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুব সমাজ তাদের প্রতিভা ও প্রাণশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে যাচ্ছে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও যুবদের মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মোদ্যোগের ফলে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনে বাংলাদেশ উপনীত হবে উন্নত রাষ্ট্রে।

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'যুব সম্মেলন ২০১৯'-এর সার্বিক মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি
মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ চৈত্র ১৪২৫, ২ এপ্রিল ২০১৯

বাণী

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর যুব সমাজ দেশ মাতৃকার মূল চালিকাশক্তি। যুব সমাজের মেধা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সরকার 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির সার্থক বাস্তবায়নে যুবদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দেশপ্রেম, মানবতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুব সমাজ। আর জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত ও আদর্শ যুব সমাজই জাতির মেরুদণ্ড। এই যুবদের অবস্থান হতে হবে মাদক, সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে হলে যুবকদের দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্য ও মমত্ববোধ সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন-উদ্দীষ্ট সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১-এ বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ভাবনা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের ২০২টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, স্যানিটেশন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, যুব উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় যুব নারী-পুরুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ এবং তাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

'যুব সম্মেলন ২০১৯' উপলক্ষে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সমাগত যুব সদস্যদের আমি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

আমি 'যুব সম্মেলন ২০১৯' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি)

নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি
মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ চৈত্র ১৪২৫, ৩ এপ্রিল ২০১৯

বাণী

যুব সমাজ দেশের প্রাণ এবং উন্নয়ন-অগ্রযাত্রার চালিকাশক্তি। আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব, যা পৃথিবীর অনেক দেশেরই নেই। এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের পরিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে যুব সমাজকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুবদেও সংগঠিত কওে বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিলেন। এই যুবরাই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এখন সবাইকে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মানুষকে কেন্দ্র করে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের ২০২টি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, পয়ঃনিষ্কাশন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, যুব উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় যুব সমাজকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

যুব সমাজ আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে সরকার ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদত্ত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্রতী হবে এমন প্রত্যাশা করছি। সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সততা, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করলে আমরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যুব সমাজ এ প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম জীবনমানের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বকে একটি উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেওয়া।

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'যুব সম্মেলন ২০১৯' উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যুব সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে তাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

আমি পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'যুব সম্মেলন ২০১৯'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি)

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

২৪ চৈত্র ১৪২৫, ৭ এপ্রিল ২০১৯

শুভেচ্ছা

সরকারের সহযোগী হিসাবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে "লাভের জন্য নয়" প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সালে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর যাত্রা শুরু। অনেকদিন, মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অর্থায়ন করলেও আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেয়ার পর ২০১০ সাল থেকে পিকেএসএফ প্রায় ২৭৭টি সহযোগী সংস্থা (এনজিও)-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অ-আর্থিক সহায়তা এবং উপযুক্ত অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে মূলত দরিদ্র পরিবারদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক আমার চিন্তা-ভাবনা প্রসূত একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম', স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকারকৃত বৈষম্য দূরীকরণ এবং সবার মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১-এ বিধৃত অসাম্প্রদায়িক অগ্রসরমান কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলার ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের এই কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৭টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১২.৫২ লক্ষ খানার ৫৬.৩৪ লক্ষ সদস্যকে নানাবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল ইউনিয়নের আরো ১৪/১৫ লক্ষ মানুষ এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি আরো একটি ইউনিয়ন যুক্ত হয়েছে; সেখানে প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে।

মানব জীবনচক্রের সকল ধাপ এবং সার্বিক মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করার নানা অভীষ্ট-সমন্বিত এ কর্মসূচিতে প্রায় ৩০টি অনুষঙ্গ নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। যে স্থানে যে সকল অনুষঙ্গ প্রাসঙ্গিক, সেখানে সেই অনুষঙ্গগুলোর ওপরই জোর দেয়া হয়। এ সকল কার্যক্রমের অন্যতম হচ্ছে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক যুব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের (নারী ও পুরুষ) মধ্যে নৈতিকতা উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ এবং তাদের জন্য টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' দল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নের প্রায় ১.৫ লক্ষ যুব (নারী ও পুরুষ) এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে।

এছাড়া, যুব সমাজের ৬,৪০০ জন সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে শিক্ষক হিসেবে এবং আরো ২,৫০০ জন স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য-পরিদর্শক হিসেবে সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমে এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরে কার্যক্রমটিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ 'যুব সম্মেলন ২০১৯' শীর্ষক একটি জাতীয় যুব সম্মেলন আয়োজন করছে। এ সম্মেলনে মাঠপর্যায় থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রায় ১,৬০০ জন যুব প্রতিনিধি যোগদান করবে যার অর্ধেক নারী, অর্ধেক পুরুষ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ৯টি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হবে। ইতোমধ্যে নয়টি দল গঠন করে প্রত্যেক দলকে একটি বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক দল নির্ধারিত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিচার বিশ্লেষণ, মতবিনিময় ও তর্ক-বিতর্ক করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে। বিভিন্ন অধিবেশনে এই প্রতিবেদনগুলো উপস্থাপিত হবে এবং তার ওপর আলোচনা হবে। কিছু সুপারিশ নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। এগুলোর অগ্রাধিকার নিরূপণ করে পিকেএসএফ-এর পক্ষে যেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো পিকেএসএফ দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে 'ইউনিয়ন যুব সম্মেলন' আয়োজন করে এ সকল যুব প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ৬৪টি জেলা হতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আরো ৪০০ জন যুব প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবে।

পিকেএসএফ-এর কর্মধারায় এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, প্রত্যেক সদস্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অ-আর্থিক সেবা এবং প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাতে তারা দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

এভাবেই পিকেএসএফ এগিয়ে চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা, পিকেএসএফ-এর দক্ষ জনবল এবং গতিশীল সকল সহযোগী সংস্থা এই অগ্রযাত্রায় শক্তি ও সামর্থ্য যুগিয়েছে। সহযোগি সংস্থাগুলো বিভিন্ন সফল কার্যক্রমে অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে।

'যুব সম্মেলন ২০১৯' উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যদের প্রতি অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। পিকেএসএফ-এ কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মীদের প্রতি আমার বিশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই সকল সহযোগী সংস্থাকে। অন্যান্য যারা নানাভাবে আমাদের পাশে ছিলেন এবং আছেন তাদের প্রতিও ধন্যবাদ।

(ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ)

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

২৪ চৈত্র ১৪২৫, ৭ এপ্রিল ২০১৯

প্রাক-কথন

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মাঠ পর্যায়ে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার নিরিখে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ১ কোটির বেশি পরিবার পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সেবা পাচ্ছে।

নিজস্ব ভাবমূর্তি ও স্বকীয়তা বজায় রেখে পিকেএসএফ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর নতুন নতুন কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ ২০১০ সালে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি চালু করেছে। মানবকেন্দ্রিক এই কর্মসূচির আওতায় মানুষকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি, ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ বৈচিত্র্যময় নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যতিক্রমী এ উন্নয়ন মডেলে অন্যতম সংযোজন হচ্ছে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক যুব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' দল তৈরি করা হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের ১.৫ লক্ষ যুব এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে। এ সকল যুবদের নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ ভিডিও- ভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, কার্যক্রমটিতে সম্পৃক্ত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে। যুবদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পরিচালনা করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির রূপকার পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনায় 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমটি সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। মাঠপর্যায়ে কার্যক্রমটিতে সম্পৃক্ত সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ ও সর্বোপরি, যুবদের মাঝে ব্যাপক প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল যুবদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে পুঁজি করে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে আমাদের বিশ্বাস। এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত যুবদের সাথে নিয়ে ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর।

যুব সম্মেলন ২০১৯ আয়োজনের মাধ্যমে উল্লিখিত প্রয়াস আরো বেগবান হবে মর্মে আমাদের প্রত্যাশা। এ সম্মেলন আয়োজনে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে সর্বাত্মক সহায়তা করছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি 'যুব সম্মেলন ২০১৯'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আবদুল করিম)

যুব সম্মেলন
২০১৯

আয়োজনের প্রেক্ষাপট: যুব সম্মেলন ২০১৯

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। স্বপ্নের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়। উন্নয়নের রোল মডেল। এ সবই সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য। তাঁর সরকারের অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র্য বিমোচনে অভাবনীয় অগ্রগতি, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। রূপকল্প ২০২১, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সরকারের সহযোগী হিসেবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহকে ত্বরান্বিত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর যাত্রা শুরু। লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শুধু ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

২০১০ সালের পর দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিষয়টি পিকেএসএফ-এর সামনে আসে এবং শুধুমাত্র সামান্য কিছু ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব নয় এবং প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিষয়টি অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। শুরু হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত ঋণ, তার সাথে কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের তথ্য

মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিদর্শনকালে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমে সম্পৃক্ত যুবদের সাথে মতবিনিময়

প্রদান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের ভাবনা। এই ভাবনার মূলে ছিলেন পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

তাঁর দিক-নির্দেশনায় পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারকে লক্ষ্য করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো সমাজের প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা। সে জন্য সমাজের সব বয়সী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রায় ৩০টি বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পূর্ণতা লাভ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে যুব সমাজ। সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের নৈতিক উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

এই কার্যক্রমের আওতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' এর সংগঠন গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে প্রায় ১.৫ লক্ষ যুব এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে। এছাড়া, ৬,৪০০ জন যুব সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে এবং ২,৫০০ জন যুব স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য পরিদর্শক হিসেবে নিয়োজিত থেকে সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরে এ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ যুব সম্মেলন ২০১৯ আয়োজন করছে।

সম্মেলনে উপস্থাপনা প্রদানের বিষয়ঃ যুবদের দৃষ্টিতে

১. বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ
২. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা
৩. দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
৪. সামাজিক ব্যাধিঃ বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও মাদকাসক্তি
৫. সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ
৬. সাম্য ও মানব মর্যাদা
৭. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য
৮. জলবায়ু পরিবর্তন
৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

এই সম্মেলনে মাঠ পর্যায় হতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত যুব প্রতিনিধিগণ ৯টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবে।

মাঠ পর্যায়ের এই সকল যুব প্রতিনিধি নির্বাচনের লক্ষ্যে সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন যুব সম্মেলন' আয়োজন করা হয়। ২০২টি ইউনিয়নের ১,৮১৮টি ওয়ার্ডের উন্নয়নে যুব সমাজ-এর সদস্যগণ এই সকল সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রতিটি ইউনিয়ন হতে গড়ে ৩০০ জন করে ৬০,৬০০ জন যুব মেধা ও মননশীলতা চর্চায় সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে স্থানীয় স্কুল, কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত 'জুরি বোর্ড' প্রতিটি ইউনিয়ন হতে ৩ জন করে মোট ৬০৬ জন প্রবন্ধ উপস্থাপককে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করেন। এই সকল প্রবন্ধ উপস্থাপককে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

উপস্থাপনা প্রদানকারী যুব সদস্যকে পুরষ্কার প্রদান করছেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৬০৬ জন প্রবন্ধ উপস্থাপকের মধ্য হতে পিকেএসএফ কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে ৩৮ জনকে পিকেএসএফ ভবনে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য সুযোগ প্রদান করা হয়। গত ১৩-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে এই সকল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। পিকেএসএফ-এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি 'জুরি বোর্ড' এই সকল উপস্থাপনা হতে যুব সম্মেলন ২০১৯-এ ৯টি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য মোট ১৬ জন প্রবন্ধ উপস্থাপককে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করেন। ৯টি উপস্থাপনার মধ্যে ২টি উপস্থাপনা এককভাবে এবং অবশিষ্ট ৭টি উপস্থাপনা যৌথভাবে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পিকেএসএফ ভবনে উপস্থাপনা প্রদানকারী যুব সদস্যদের সঙ্গে বিচারকমণ্ডলী

দেশের ৬৪টি জেলা হতে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী যুব প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন।

সম্মেলনে সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নের ১,৬০০ জন যুব প্রতিনিধি, সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৫০ জন যুব প্রতিনিধি, সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দসহ প্রায় ২,৫০০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করছেন। সম্মেলনটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৭ ও ৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়ন ও বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচি একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কাউকে বাদ না দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৩০টি কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসূচিভুক্ত এলাকার শিশু, কিশোর, যুব ও প্রবীণ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% জনগণ কর্মক্ষম ও ৩৩% জনগণ যুব।

জনসংখ্যা বিজ্ঞানের ভাষায় কোনো দেশে যখন এরূপ অবস্থা বিরাজমান থাকে তখন সে দেশটির সামনে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা 'জনমিতিক লভ্যাংশ' আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের এই যুব সমাজকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হলে এই 'জনমিতিক লভ্যাংশ' আহরণ করে কাঙ্ক্ষিত সময়ে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।

পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত প্রায় ১.৫ লক্ষ যুবকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে।

৭ ও ৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলন 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল যুব ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে একটি নব জাগরণ সৃষ্টি করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম

যুব সদস্যদের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন এবং ক্রমে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে টেকসই উপায়ে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে চলতে পারেন এবং প্রত্যেকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১-এ বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মানবকেন্দ্রিক সামগ্রিক উন্নয়নের এই কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয়ের ধারণা প্রসূত। তিনি এই কর্মসূচির আদর্শিক রূপকার। তাঁর দূরদর্শী নির্দেশনায় কর্মসূচির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন চলমান থাকায় এটি একটি 'গতিশীল উন্নয়ন মডেল' হিসেবে ক্রমবিকাশমান।

দারিদ্র্য দূরীকরণের এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর ইউনিয়নকে বিবেচনায় রেখে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ, সহযোগী সংস্থা ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যান্য বেসরকারি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সচেতন সমাজ ও ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই সকল

প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধি কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। অন্তর্ভুক্ত পরিবারসমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত ইউনিয়নসমূহে বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা-সহায়তা, কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাড়ি, যুব উন্নয়ন, সবজি বীজ বিতরণ, কেঁচোসার, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বন্ধুচুলা, সৌরবিদ্যুৎ, সমৃদ্ধি কেন্দ্র, ঔষধি গাছ চাষাবাদ, আর্থিক সহায়তাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের এই কর্মসূচি ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৭টি উপজেলায় মোট ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১২.৫২ লক্ষ খানা রয়েছে এবং পিকেএসএফ-এর ১১৬টি সহযোগী সংস্থার ৩৪২টি শাখা বা ইউনিটের মাধ্যমে প্রায় ৫৬.৩৪ লক্ষ সদস্যকে এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের নৈতিক উন্নয়ন, নেতৃত্ব-বিকাশ ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে যুবদের দল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে প্রায় ১.৫ লক্ষ যুব এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এছাড়া ৬,৪০০ জন যুব সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে শিক্ষক হিসেবে এবং আরও ২,৫০০ জন যুব স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রমে স্বাস্থ্যপরিদর্শক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় মূলত দুই ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে- ১) নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ২) কর্মসংস্থান সৃষ্টি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আবার দুই ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে যথা- (ক) অল্প শিক্ষিত যুবদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে

যুব প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

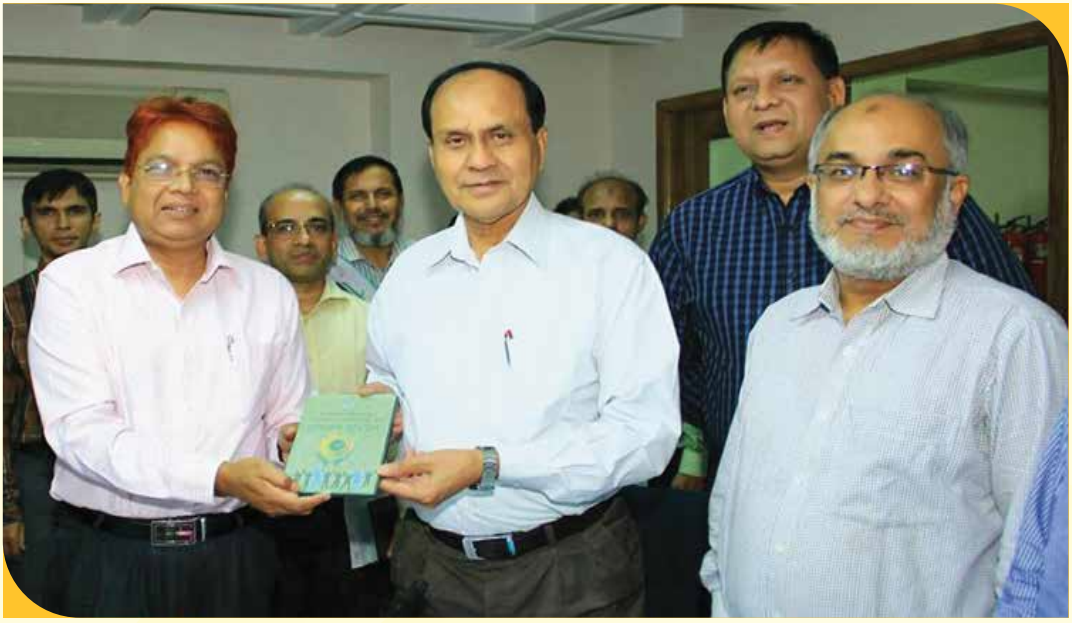

যুব প্রশিক্ষণ মডিউলের মোড়ক উন্মোচন করছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম

দক্ষ জনবলে পরিণত করে স্ব-কর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ও (খ) বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদেরকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা।

নেতৃত্ব ও নৈতিকতা বিকাশে প্রশিক্ষণ

যুবদের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে 'যুব সমাজের আত্মউপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ২ দিনের একটি সম্পূর্ণ ভিডিওভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ যুব সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণটি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে, যা স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণটির প্রভাবে ইতোমধ্যে অনেক ইউনিয়নে যুবরা সামাজিক কার্যক্রম যেমন, রাস্তাঘাট মেরামত করা, গাছে পাখির বাসা তৈরির জন্য হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় সমৃদ্ধিভুক্ত ১ম পর্যায়ের ১৫৩টি ইউনিয়নে ১টি করে পাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে।

এছাড়া, এই সকল যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি এই সকল যুবদের স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের অব্যাহত প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড

এই কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ২৬ ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এটি চলমান রয়েছে।

স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কার্যক্রমের আওতায় দু'ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। (ক) অল্প শিক্ষিত যুবদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে পরিণত করে স্ব-কর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি, ও (খ) বিভিন্ন চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদেরকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং তারা বোর্ডের নির্ধারিত কোর্সসমূহ পরিচালনা করে থাকে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণকালীণ সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত যাচাই ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী পরীক্ষার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর নিজ এলাকায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ঋণের মাধ্যমে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণকালীণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সংশ্লিষ্টরা প্রশিক্ষণে অধিবেশন পরিচালনা বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যাচাই করে তাদের প্রতিষ্ঠানের উপযোগী ব্যক্তি মনোনয়ন করে থাকেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মসংস্থান ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

বর্তমানে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমে সম্পৃক্ত যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন ৩টি বিষয়ে (ড্রাইভিং, আইসিটি ফর আউটসোর্সিং এবং আইসিটি এ্যান্ড এমআইএস ফর মাইক্রোফাইন্যান্স) ৩০০ জন বেকার যুবকের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

শিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে যুবমেলা আয়োজন করা হয়। মেলার পূর্বে এলাকায় মেলার উদ্দেশ্য ও লোক নিয়োগের বিষয়ে প্রচারণা ও মেলায় চাকরিদাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

যুবমেলায় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চাকরির বিভিন্ন পদে উপযুক্ত লোক নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

এই পর্যন্ত দি একমী ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, প্রাণ আরএফএল, গ্রুপ-৪ সিকিউর সলিউশন বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেড, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, দি গ্রীন রিসোর্ট প্যালেস (হবিগঞ্জ), হোটেল ওয়াশিংটন (ঢাকা) সাকুরা ফয়েজ হিল রিসোর্ট (বান্দরবান), শোভন গার্মেন্টস, চরকা টেক্সটাইল, ওপেক্স গ্রুপ, রেনেসা গ্রুপ, ডার্ট গ্রুপ, মিমা রেস্টুরেন্ট, ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ১০৯৩ জনের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ২৮৮ জনের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার ইমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং (বিএমইটি), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় রয়েছে।

যুব সমাজ সব সময়ই যে কোন দেশের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম চালিকাশক্তি। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন প্রকৃতপক্ষে যুবদের মাধ্যমেই দেখানো সম্ভব। যুবদের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনার ওপর জাতির উন্নতি সর্বোতভাবে নির্ভরশীল। এই জন্য যুবদের সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ এবং সদ্ব্যবহার জরুরি।

বাংলাদেশকে সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পিকেএসএফ যুবদেরকে সক্রিয় নাগরিকে পরিণত করার

যুব সদস্যদের কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ

যুব সদস্যদের কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের মেধা ও মননে সৃজনশীলতা চর্চার মাধ্যমে সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

দারিদ্র্যমুক্ত, মানব সক্ষমতায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আত্মমর্যাদাশীল যুব সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

যুব সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

মহাসম্মেলন

অনুষ্ঠানসূচি

প্রথম দিন : ৭ এপ্রিল ২০১৯

উদ্বোধনী অধিবেশন

বিষয়	সময়	তারিখ
স্বাগত বক্তব্য জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ	১০:০০-১০:১০টা	০৭.০৪.২০১৯ রবিবার
শপথ পরিচালনায়: সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীবৃন্দ	১০:১০-১০:২০টা	
কোরিওগ্রাফি: দেশ জাগরণের গান গীতিকার: কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	১০:২০-১০:৩৫টা	
হীড বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলকে সম্মাননা প্রদান	১০:৩৫-১০:৪০টা	
প্রধান অতিথির বক্তব্য ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	১০:৪০-১০:৫৫টা	
সভাপতির বক্তব্য ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	১০:৫৫-১১:১০টা	
ধন্যবাদ জ্ঞাপন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ	১১:১০-১১:১৫টা	

সেমিনার অধিবেশন ১

বিষয়	সময়	তারিখ
স্বাগত বক্তব্য সেশন চেয়ার: ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	১১:৩০-১১:৪০টা	০৭.০৪.২০১৯ রবিবার
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ	১১:৪০-১১:৫০টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	১১:৫০-১২:০০টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	১২:০০-১২:১০টা	
উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে মুক্ত আলোচনা	১২:১০-০১:০০টা	

বিষয়	সময়	তারিখ
বিশেষ অতিথির বক্তব্য জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০১:০০-০১:১০টা	০৭.০৪.২০১৯ রবিবার
প্রধান অতিথির বক্তব্য জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১:১০-০১:২০টা	
সেশন চেয়ারের সমাপনী বক্তব্য	০১:২০-০১:৩০টা	

মধ্যাহ্নভোজ : দুপুর ০১:৩০-০২:৩০টা

সেমিনার অধিবেশন ২

বিষয়	সময়	তারিখ
তারুণ্যের প্রতি আহ্বান গীতিকার: কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পরিবেশনায়: হীড বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল	০২:৩০-০২:৩৫টা	০৭.০৪.২০১৯ রবিবার
স্বাগত বক্তব্য সেশন চেয়ার: ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	০২:৩৫-০২:৪৫টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: সামাজিক ব্যাধি – বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও মাদকাসক্তি	০২:৪৫-০২:৫৫টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ	০২:৫৫-০৩:০৫টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: সাম্য ও মানব মর্যাদা	০৩:০৫-০৩:১৫টা	
উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে মুক্ত আলোচনা	০৩:১৫-০৪:১০টা	
বিশেষ অতিথির বক্তব্য জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	০৪:১০-০৪:২০টা	
প্রধান অতিথির বক্তব্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	০৪:২০-০৪:৩০টা	
সেশন চেয়ারের সমাপনী বক্তব্য	০৪:৩০-০৪:৪০টা	

নাস্তা: বিকাল ০৪:৪০-০৫:৩০টা

র‍্যাফেল ড্র

বিষয়	সময়	তারিখ
র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠান	০৫:৩০-০৬:০০টা	০৭.০৪.২০১৯ রবিবার

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিষয়	সময়	তারিখ
সূচনা বক্তব্য ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	০৬:০০-০৬:১০টা	০৭.০৪.২০১৯ রবিবার
তারুণ্যের প্রতি আহ্বান গীতিকার: কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পরিবেশনায়: হীড বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল	০৬:১০-০৬:২০টা	
প্রধান অতিথির বক্তব্য জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাবেক অর্থমন্ত্রী	০৬:২০-০৬:৩০টা	
ব্যান্ড সংগীত দল 'জলের গান'-এর পরিবেশনা	০৬:৩০-০৮:০০টা	

দ্বিতীয় দিন : ৮ এপ্রিল ২০১৯

সেমিনার অধিবেশন ৩

বিষয়	সময়	তারিখ
স্বাগত বক্তব্য সেশন চেয়ার: ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	০৯:৩০-০৯:৪০টা	০৮.০৪.২০১৯ সোমবার
সমৃদ্ধি কর্মসূচি বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন	০৯:৪০-০৯:৫৫টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: আর্থ-সামাজিক বৈষম্য	০৯:৫৫-১০:০৫টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: জলবায়ু পরিবর্তন	১০:০৫-১০:১৫টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপনা যুবদের দৃষ্টিতে: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	১০:১৫-১০:২৫টা	
উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে মুক্ত আলোচনা	১০:২৫-১১:০০টা	

বিষয়	সময়	তারিখ
বিশেষ অতিথির বক্তব্য জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১১:০০-১১:১০টা	০৮.০৪.২০১৯ সোমবার
প্রধান অতিথির বক্তব্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি সভাপতি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১১:১০-১১:২০টা	
সেশন চেয়ারের বক্তব্য	১১:২০-১১:৩০টা	

সমাপনী অধিবেশন

বিষয়	সময়	তারিখ
স্বাগত বক্তব্য ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	১১:৩০-১১:৩৫টা	০৮.০৪.২০১৯ সোমবার
সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধমালার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনা ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ	১১:৩৫-১১:৫৫টা	
'উন্নয়নে যুব সমাজ' বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন	১১:৫৫-১২:০৫টা	
প্রবন্ধ উপস্থাপকদের মাঝে সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ	১২:০৫-১২:১৫টা	
বিশেষ অতিথির বক্তব্য জনাব সিমিন হোসেন রিমি, এমপি সভাপতি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১২:১৫-১২:২৫টা	
প্রধান অতিথির বক্তব্য এ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদ	১২:২৫-১২:৪০টা	
সভাপতির বক্তব্য ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ	১২:৪০-১২:৫৫টা	
ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ	১২:৫৫-০১:০০টা	

মধ্যাহ্নভোজ : দুপুর ০১:০০-০২:০০টা

র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার বিতরণ : দুপুর ০২:০০-০২:৩০টা

বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকারী উপ-কমিটি

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক	ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
সমন্বয়কারী	জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

উপ-কমিটির নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্মরণিকা প্রকাশ	১. অধ্যাপক শফি আহমেদ, সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার ২. জনাব সুহাস শংকর চৌধুরী, ব্যবস্থাপক ৩. জনাব মোঃ ফজলে হোসাইন, উপ-ব্যবস্থাপক ৪. জনাব আশরাফুল আলম, সহকারী ব্যবস্থাপক ৫. জনাব আলাল আহমেদ, পাবলিকেশন এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার
মঞ্চ ও আসন ব্যবস্থাপনা	১. জনাব আবুল কাশেম, মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব মোহাঃ মনিরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক ৩. জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন, উপ-ব্যবস্থাপক ৪. জনাব মোহাম্মদ কাইউম, সহকারী ব্যবস্থাপক ৫. জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক
অতিথিদের আমন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	১. জনাব মির্জা মুহাঃ নাজমুল হক, উপ-মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, ব্যবস্থাপক ৩. জনাব রোকনুজ্জামান, ব্যবস্থাপক ৪. জনাব মোঃ শামছুল হুদা, ব্যবস্থাপক ৫. জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপক ৬. জনাব মোঃ ফজলে হোসাইন, উপ-ব্যবস্থাপক ৭. জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসার
অতিথিদের অভ্যর্থনা	১. ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক ২. জনাব দিলীপ পাল, উপ-মহাব্যবস্থাপক ৩. জনাব আফরিন সুলতানা, ব্যবস্থাপক ৪. জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন, ব্যবস্থাপক ৪. জনাব সৈয়দা খালেদা, ব্যবস্থাপক ৪. জনাব কামরুন্নাহার, ব্যবস্থাপক ৪. জনাব মোসলেমা খাতুন, ব্যবস্থাপক ৪. জনাব শামীমা আক্তার, অফিসার ৫. জনাব নুরুল বাশার মোঃ আব্দুল কবির, প্রোগ্রাম অফিসার

উপ-কমিটির নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
নিবন্ধন ও উপকরণ বিতরণ	১. জনাব দীপেন কুমার সাহা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, উপ-ব্যবস্থাপক ৩. জনাব মোঃ ইরফান হায়দার, উপ-ব্যবস্থাপক ৪. জনাব মর্জিনা বেগম, সহকারী ব্যবস্থাপক ৫. জনাব সাজ্জাদ হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক ৬. জনাব ফরাহানা হাবিব, অফিসার ৭. জনাব শারমিন মৃধা, অফিসার
সম্মেলন স্থলের সাজ-সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা	১. জনাব হুমায়ুন কবীর, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব মোঃ রুহুল আমিন, ব্যবস্থাপক ৩. জনাব মোঃ আবুল বাশার, উপ-ব্যবস্থাপক ৪. জনাব মোঃ ফজলে হোসাইন, উপ-ব্যবস্থাপক ৫. জনাব শ্যামল চন্দ্র বর্মণ, সহকারী ব্যবস্থাপক
খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১. ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ৩. জনাব মোঃ নাসির উল্লাহ, সহকারী ব্যবস্থাপক ৪. জনাব ফ. ম. রুহুল আমিন, অফিসার ৫. জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসার
সম্মেলন স্থলের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা	১. জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব এ.টি.এম হেমায়েতুর রহমান, সহ: মহাব্যবস্থাপক ৩. জনাব আবু হায়াৎ মোঃ রাহাত হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপক ৪. জনাব সুমন আহমেদ, সহকারী ব্যবস্থাপক ৫. জনাব মোঃ আব্দুল হক, অফিসার
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	১. জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, উপ-মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব মোঃ আশরাফুল হক, সহঃ মহাব্যবস্থাপক ৩. জনাব মাহমুদা মোরশেদ, উপ-ব্যবস্থাপক ৪. জনাব জি.এম. হুমায়ুন আজম, উপ-ব্যবস্থাপক ৫. জনাব আবদুল্লাহ মোহাইমিন, সহকারী ব্যবস্থাপক
সেমিনার ব্যবস্থাপনা	১. জনাব গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, উপ-মহাব্যবস্থাপক ২. সমৃদ্ধি টিমের সকল কর্মকর্তা
গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা	১. জনাব সুহাস শংকর চৌধুরী, ব্যবস্থাপক ২. জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন, উপ-ব্যবস্থাপক ৩. জনাব নাজমুস সাকিব আল আজম, অফিসার ৪. জনাব সবুজ চন্দ্র হাওলাদার, জুনিয়র অফিসার গ্রেড-১ ৫. জনাব রাকিব মাহমুদ, ফটোগ্রাফার

উপ-কমিটির নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
র‍্যাপোর্টিয়ার্স	১. জনাব এস.এম. ইখতিয়ার জাহান কবির, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক ৩. জনাব মেহেদী হাসান, ব্যবস্থাপক ৪. জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক ৫. জনাব গাজী মুনতাসীর নোমান, উপ-ব্যবস্থাপক ৬. জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসার ৭. জনাব মোঃ মাসুম কবির, প্রোগ্রাম অফিসার ৮. জনাব আলাল আহমেদ, পাবলিকেশন এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার
আইটি ব্যবস্থাপনা	১. জনাব এম এ মতিন, মহাব্যবস্থাপক ২. জনাব মোঃ তারিকুল আলম, ব্যবস্থাপক ৩. জনাব মোঃ মোকতাদুল হক, সহকারী ব্যবস্থাপক ৪. জনাব আবু আল বাশার, সহকারী ব্যবস্থাপক ৫. জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, ইলেকট্রিশিয়ান
উপস্থাপনা	১. জনাব মোঃ মিনহাজ উদ্দিন শেখ, ব্যবস্থাপক ২. জনাব মাহমুদা মোরশেদ, উপ-ব্যবস্থাপক ৩. জনাব জি.এম. হুমায়ুন আজম, উপ-ব্যবস্থাপক ৪. জনাব সাবরীনা সুলতানা, অফিসার
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা	১. ডা. মোঃ আলতাফ হোসেন, ব্যবস্থাপক

আলোকচিত্রে

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের যুব সদস্যগণ আত্ম-উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বদ্ধপরিকর। সমাজের নানাবিধ ব্যাধি দূরীকরণে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই যুথবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তারা।

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে যুব সম্মেলন ২০১৯- এর স্লোগান 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' ধ্বনিতে সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় সমৃদ্ধিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে গঠিত হয়েছে ফুটবল টিম

সমৃদ্ধিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের সদস্যরা সম্পৃক্ত হয়েছেন দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায়

ইউনিয়ন পর্যায়ে আয়োজিত হচ্ছে ফুটবল টুর্নামেন্ট

যুব সদস্যদের নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশে প্রদান করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিডিও-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

দুই দিনব্যাপী ভিডিও-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যুব সদস্যবৃন্দ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব সদস্যদের প্রদান করা হচ্ছে মানসম্মত কারিগরি প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষিত যুবরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে আত্মনিয়োগ করছেন সমাজসেবায়

জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে যুব সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে রাস্তা মেরামত

নারী নির্যাতন , বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধে যুব সদস্যরা আয়োজন করে সমাজ সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক

মাদক প্রতিরোধে যুব সদস্যদের আয়োজনে সমাজ সচেতনতামূলক র‍্যালি

যুব সদস্যদের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে পালিত হয় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসসমূহ

যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে যুব সদস্যবৃন্দ

সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে আয়োজিত হয় দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা

'যুব সম্মেলন ২০১৯' উপলক্ষে আয়োজিত 'ইউনিয়ন যুব সম্মেলন'

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যুবদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

নারী দিবস উপলক্ষে যুবদের সচেতনতামূলক র‍্যালি

'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যুব সদস্যবৃন্দ

আমন্ত্রণপত্র

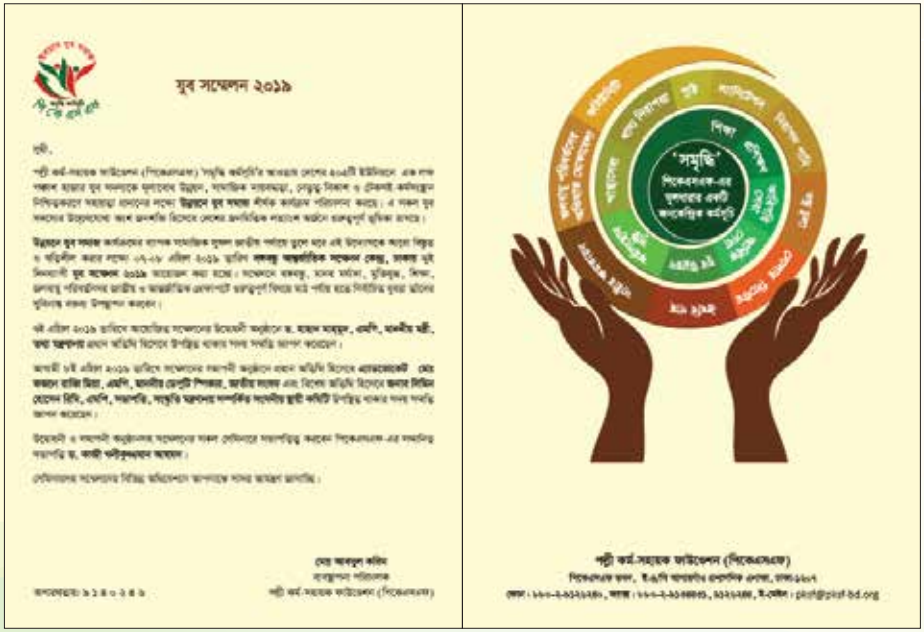

'যেখা সব অসম্ভাবনা শেষ'
যুব সম্মেলন ২০১৯
উন্নয়নে যুব সমাজ
পল্লী সমৃদ্ধি কর্মসূচি
পি কে এস এফ
তারিখ: ০৭-০৮ এপ্রিল ২০১৯
স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা
আয়োজনে: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
অনুষ্ঠানসূচি
০৭ এপ্রিল ২০১৯ রবিবার
০৮ এপ্রিল ২০১৯ সোমবার

যুব সম্মেলন ২০১৯
'সমৃদ্ধি'
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)